গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬০৮৪৩
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

তারিখ- ২৫ মাঘ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ খ্রিঃ

বিষয়: **"বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (অস্বীকারকরণ, বিকৃতিকরণ ও বিরোধিতাকরণ) অপরাধ আইন ২০১৬ (খসড়া)"** সংক্রান্ত মতামত ও পরামর্শ সভায় অংশগ্রহনের আমন্ত্রন পত্র।

সম্মানিত মহোদয়,

নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আইন কমিশন **"বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (অস্বীকারকরণ, বিকৃতিকরণ ও বিরোধিতাকরণ) অপরাধ আইন"** এর খসড়া প্রস্তুত করেছে। আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ খ্রিঃ শনিবার সকাল ১০ টায় আইন কমিশনের উদ্যোগে কমিশনের কনফারেন্স রুমে (চতুর্থ তলা, রুম নং ৪১৩) উক্ত আইন সংক্রান্তে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত সভায় আপনার সদয় অংশগ্রহণ ও মতামত কামনা করছি। পূর্ব প্রস্তুতির জন্য খসড়া আইনের কপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখিত মতামত ও পরামর্শ আইন প্রণয়নে সহায়ক হবে।

ধন্যবাদান্তে

(ফউজুল আজিম)
মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা
(জেলা জজ)
আইন কমিশন, ঢাকা
ফোন: ০২-৯৫৭৮৫৫৮
ই-মেইল: email:cro@lc.gov.bd.com
azimfowzul@gmail.com

09.02.2016

সংযুক্তিঃ
"বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (অস্বীকারকরণ, বিকৃতিকরণ ও বিরোধিতাকরণ) অপরাধ আইন- খসড়া।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন, ২০১৬
(২০১৬ সনের .. .. নং আইন)

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুপদ্ধের ইতিহাস অস্বীকার ও ইহার কোনরূপ বিকৃতি নিরোধকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু যে সকল মহান আদর্শ বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সেই সকল আদর্শ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি; এবং

যেহেতু যে জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সকল ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অস্বীকারকরণ বা বিকৃতিকরণ প্রতিরোধ করা আবশ্যক এবং এতদুদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের .. .. নং আইন) নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "আইন" অর্থ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের .. .. নং আইন);

(২) "আদালত" অর্থ এই আইনের ১০ ধারায় উল্লিখিত আদালত;

(৩) "গনহত্যা (Genocide)" অর্থ The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 এর ৩ ধারার ২ উপ-ধারায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে;

(৪) "জাতীয় সংসদ" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত জাতীয় সংসদ;

(৫) "দন্ডবিধি" অর্থ The Penal Code, 1860;

(৬) "দেওয়ানি কার্যবিধি" অর্থ The Code of Civil Procedure, 1908;

(৭) "দূতাবাস" অর্থ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কোন মিশন যা দূতাবাস, হাইকমিশন, উপ-হাইকমিশন, বা সহকারী হাইকমিশন এবং উক্ত দেশসমূহে অবস্থিত কনস্যুলেট-জেনারেল এবং ভিসা অফিসমূহও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮) "ফৌজদারি কার্যবিধি" অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898;

(৯) "ব্যক্তি" অর্থ প্রাকৃতিক ব্যক্তিসহ (Natural Person) নিবন্ধিত হউক বা না হউক কোন সংস্থা, সমিতি, সংঘ ও সংগঠন;

(১০) "মানবতাবিরোধী অপরাধ" অর্থ The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 এর ৩ ধারার ২ উপ-ধারায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে;

(১১) "যুদ্ধ অপরাধ (War crimes)" অর্থ The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 এর ৩ ধারার ২ উপ-ধারায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে;

(১২) "রাজনৈতিক দল" অর্থ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত কোন দল বা অনিবন্ধিত কোন দল;

(১৩) "শান্তি বিরোধী অপরাধ" অর্থ The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 এর ৩ ধারার ২ উপ-ধারায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে;

(১৪) "সংবিধান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান;

(১৫) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার; এবং

(১৬) "সরকারি কর্মকর্তা" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের সংজ্ঞানুসারে রাষ্ট্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি যিনি এই আইনের অধীন কোন আইনি দায়িত্ব পালন বা বহন করেন, বা দন্ড বিধি ১৮৬০ এর ২১ ধারায় বর্ণিত কোন জনসেবক।

আইনের প্রাধান্য ৩। আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই

আইনের বিধানাবলীই কার্যকর হইবে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ

৪। (১) নিম্ন বর্ণিত বিষয়াবলী, তাহা যে কোন মাধ্যম বা প্রকারেই হউক না কেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে:

(ক) ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগস্ট তারিখ হইতে ১৯৭১ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারি মধ্যবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী ঘটনাসমূহ অস্বীকার;

(খ) ১৯৭১ সালের ১ লা মার্চ তারিখ হইতে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ মধ্যবর্তী ঘটনাসমূহ অস্বীকার;

(গ) ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ তারিখ হইতে ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর মধ্যবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাসমূহ অস্বীকার;

(ঘ) মুক্তিযুদ্ধের কোন ঘটনাবলীকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে দেশী বা বিদেশী গণমাধ্যম বা প্রচার মাধ্যমে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রচার;

(ঙ) সরকার কর্তৃক এ যাবতকালে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংক্রান্ত যেকোন ধরণের প্রকাশনার অপব্যাখ্যা বা অবমূল্যায়ন;

(চ) পাঠ্যপুস্তকসহ যে কোন মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে ভ্রান্ত বা অর্ধসত্যভাবে উপস্থাপন;

(ছ) মুক্তিযুদ্ধের শহীদ, বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা, জনগণকে হত্যা, অগ্নি সংযোগ, ধর্ষণ এবং লুটতরাজ সংক্রান্ত যে কোন তথ্যের অবনমন;

(জ) মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কোন ঘটনা, তথ্য বা উপাত্ত ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন;

(ঝ) মুক্তিযুদ্ধকে জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রাম ভিন্ন অন্য কোন নামে অবনমন বা অবমাননা;

(ঞ) ১৯৭১ সালে পাকিস্তান দখলদার সশস্ত্রবাহিনী, বিভিন্ন সহায়ক বাহিনী ও তাহাদের সহায়ক বাহিনী, যেমন: রাজাকার, আল বদর, আল শামস ও শান্তি কমিটি ইত্যাদির বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রমের পক্ষে কোন ধরণের যুক্তি প্রদর্শন বা প্রচারণা; এবং

(ট) মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধ, শান্তি বিরোধী অপরাধ, গণহত্যা, যুদ্ধ অপরাধকে সমর্থন বা উক্তরূপ অপরাধের বিচার কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধকরণ বা এতদবিষয়ে কোন ধরণের অপপ্রচার।

(২) মুক্তিযুদ্ধ বিকৃতিকরণ বলিতে ১ উপ-ধারার অধীন যে কোন অপরাধমূলক কাজের কোন প্রকার সমর্থনমূলক কর্মকান্ডকেও অন্তর্ভূক্ত করিবে।

দন্ড

৫। (১) যদি কোন ব্যক্তি ৪ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ৩ (তিন) মাস এবং অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ০১ (এক) কোটি টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবে।

(২) এই ধারায় উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত হইয়া দন্ড ভোগ করিবার পর কোন ব্যক্তি পুনরায় এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি পূর্বে যে দন্ডে দন্ডিত হইয়াছিল, কমপক্ষে উহার দ্বিগুন দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

(৩) একাধিক অপরাধের জন্য দন্ডিত ব্যক্তির দন্ড পর্যায়ক্রমে (consecutive) কার্যকর হইবে।

(৪) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আদালত দন্ডিত ব্যক্তির নাগরিক অধিকার স্থগিত বা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বিনা পারিশ্রমিকে খন্ডকালিন সেবা প্রদান, বা কোন শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বা গণহত্যা (Genocide) বা মানবতাবিরোধী অপরাধ (Crimes against humanity) বা শান্তি বিরোধী অপরাধ (Crimes against peace) বা যুদ্ধ অপরাধ (War crimes) বিষয়ে কোন কোর্স সম্পন্ন করার অথবা অন্য কোন সেবা প্রদানের আদেশ দিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সম্পাদিত কোর্স বা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে আদালতকে যথাসময়ে অবহিত করিতে হইবে।

অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা ইত্যাদি ও দন্ড

৬। (১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহযোগী (abettor) হইলে বা কাহাকেও প্ররোচনা দিলে বা কোনরূপ সাহায্য করিলে বা কাহারও সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে, অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে, উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য ধার্যকৃত দন্ডের সমপরিমান দন্ডে দন্ডিত হইবে।

অর্থদন্ড আদায়ের পদ্ধতি

(২) এই আইনের অধীনে কোন অর্থদন্ড আরোপ করা হইলে, আদালত সংশ্লিষ্ট জেলার কালেক্টরকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বা অনুরূপ বিধি না থাকিলে, আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, দন্ডিত ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর বা উভয়বিধ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতক্রমে ক্রোক ও নিলাম বিক্রয়, বা ক্রোক ছাড়াই সরাসরি নিলাম বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

অভিযোগ দায়ের

৭। (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে কোন ব্যক্তি থানা অথবা দায়রা আদালত, ক্ষেত্রমত মহানগর দায়রা আদালতের নিকট উক্ত অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ সরাসরি দায়ের করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাহিরে বাংলাদেশী কোন নাগরিক বা সংস্থা বা

রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী বা স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশে আবাসী (habitually resident in Bangladesh) এমন কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলে, সেই ব্যক্তি যেই থানা বা যেই আদালতের আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের অধিবাসী ছিলেন অথবা সংস্থার ক্ষেত্রে উক্ত সংস্থার নিবন্ধিত কার্যালয় এবং রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে উক্ত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধিত কার্যালয় যে আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে ছিল, সেই থানায় বা আদালতে উক্ত অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।

(৩) আদালতে অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে আদালত অভিযোগ পর্যালোচনা করিয়া এবং অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করিয়া অপরাধটি বিচারার্থে গ্রহণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত কর্তৃক উক্তরূপ পর্যালোচনা ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে আদালত অভিযোগকারীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিবে, যেইরূপ যুক্তিযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ অনুসন্ধান করিবে এবং লিপিবদ্ধকৃত বক্তব্য অভিযোগকারী ও আদালত কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(৪) ৩ উপ-ধারা অনুসারে আদালত অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ না করিয়া অভিযোগটি অনুসন্ধানের (inquiry) জন্য কোন প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ প্রদান করিবে এবং অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অভিযোগটি অনুসন্ধান করিয়া ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে আদালতের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৫) ৪ উপ-ধারায় উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হইলে, অনুসন্ধানকারী প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত সময়সীমা শেষ হইবার অন্তত ৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার সুপারিশসহ সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য লিখিতভাবে আদালতে আবেদন করিবে এবং আদালত উক্ত সময়সীমার মধ্যে অনুসন্ধান সম্পাদনের ব্যর্থতার জন্য প্রদর্শিত কারণে সন্তুষ্ট হইলে তদন্তের সময়সীমা অতিরিক্ত ০৭ (সাত) কার্যদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৬) অভিযোগের সমর্থনে অনুসন্ধান (inquiry) প্রতিবেদনে প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণ থাকিলে আদালত উক্ত প্রতিবেদন ও অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধটি বিচারর্থে গ্রহণ করিবে, অথবা অভিযোগের সমর্থনে প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকিলে আদালত উক্ত প্রতিবেদন ও অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধটি নাকচ করিবে।

(৭) অনুসন্ধান (inquiry) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে এই আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, ফৌজদারি কার্যবিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি, যতদূর প্রযোজ্য হয়, অনুসরণ করিবে।

(৮) সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে এই আইনের অধীন মামলা আদালতে পরিচালনা করিবার জন্য এক বা একাধিক বিশেষ প্রসিকিউটর নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৯) ৮ উপ-ধারার অধীন নিযুক্ত কোন বিশেষ প্রসিকিউটরের বিরুদ্ধে গুরুতর অবহেলার অভিযোগ প্রমাণিত হইলে সরকার উক্ত প্রসিকিউটরকে অপসারণ করিতে এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।

(১০) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রযোজ্যক্ষেত্রে, আদালতের এতদসংক্রান্ত

সকল প্রকারের আদেশ দানের ক্ষমতা থাকিবে।

অনুসন্ধান বা তদন্ত সংক্রান্ত নিয়মাবলী

৮। (১) পুলিশের নিকট এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের সংবাদ আসিলে সংশ্লিষ্ট থানার পরিদর্শকের নিম্নে নহেন এমন একজন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন তদন্তকার্য সম্পাদন করিবে।

(২) এই আইনের অধীন কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হইলে, পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক রিপোর্টসহ তাহাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির করিবে এবং উহার পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া আদালতে প্রতিবেদন পেশ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আদালতের কার্যক্রম উক্ত সময়ে বর্তমান না থাকিলে পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এখতিয়ার সম্পন্ন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করিবে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি ২ উপ-ধারায় উল্লিখিতভাবে হাতেনাতে ধৃত না হইলে, বা ২ উপ-ধারায় উল্লিখিতভাবে ধৃত না হইয়া অন্য কোনভাবে ধৃত হইলে বা আদালতে আত্মসমর্পন করিলে উহার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া আদালতে প্রতিবেদন পেশ করিবে।

(৪) ২ উপ-ধারায় অথবা ৩ উপ-ধারায় উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হইলে, তদন্ত কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা শেষ হইবার অন্তত ৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার সুপারিশসহ সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য লিখিতভাবে আদালতে আবেদন করিবে এবং আদালত উক্ত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত বা অনুসন্ধান সম্পাদনের ব্যর্থতার জন্য প্রদর্শিত কারণে সন্তুষ্ট হইলে তদন্তের সময়সীমা অতিরিক্ত ০৭ (সাত) কার্যদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় তদন্তের ক্ষেত্রে আদালত তাহার স্বীয় বিবেচনায় যৌক্তিক মেয়াদে তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৬) এই আইনের অধীন কোন আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে বিদেশী সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ, নিরীক্ষণ করিবার জন্য বিদেশ গমনের আবশ্যকতা দেখা দিলে, আদালতের অনুমতিক্রমে, তদকর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত বা অনুসন্ধানকার্য সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা, ক্ষেত্রমত অনুসন্ধানকারী ম্যাজিস্ট্রেট সমন্বয়ে সরকার একটি বিশেষ তদন্ত বা অনুসন্ধান দল গঠন করিবে।

ফৌজদারি কার্যবিধি ইত্যাদির প্রযোজ্যতা

৯। এই আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও অন্যান্য বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ ও সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

বিচার

১০। (১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ দায়রা আদালত, ক্ষেত্রমত মহানগর দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দায়রা জজ, ক্ষেত্রমত মহানগর দায়রা জজ তাহার অধীন অন্য কোন অতিরিক্ত দায়রা জজ বা অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ এর নিকট মামলা বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের অভিযোগ গঠনের পর ৪৫ (পয়ঁতাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আদালত বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত বিধান সত্ত্বেও, উক্ত সময়সীমার মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন না হইবার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে:

তবে আরো শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ে বিচারকার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থতার সাথে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে আদেশ দিতে পারিবে।

(৪) বিচার শুরু হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি কর্মদিবসে একটানা শুনানি চলিবে।

(৫) আদালত এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে এই আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, ফৌজদারি কার্যবিধির ২২ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি, যতদূর প্রযোজ্য হয়, অনুসরণ করিবে।

অপরাধের আমলযোগ্যতা, আপোষযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা

১১। (১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable), জামিনযোগ্য (bailable) এবং অ-আপোসযোগ্য (non-compoundable) হইবে।

(২) আদালত সরাসরি অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ না করিলে, অনুসন্ধান (inquiry) প্রতিবেদন অথবা পুলিশ কর্মকর্তার প্রতিবেদন ব্যতিরেকে আদালত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

অতিরাষ্ট্রিক (extraterritorial) প্রয়োগ

১২। (১) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাহিরে অথবা অন্যদেশে বাংলাদেশের কোন দূতাবাস বা বাংলাদেশের কোন স্থলযান, জলযান বা বায়ুযানে, বা অন্য কোন দেশে বা অন্য কোন দেশের স্থলযান, জলযান বা বায়ুযানে বাংলাদেশী কোন নাগরিক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের আওতাধীন কোন অপরাধ সংঘটন করে তাহা হইলে উক্ত অপরাধ ও তাহা সংঘটনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

(৩) অন্য কোন দেশের নাগরিক ব্যক্তিগতভাবে অথবা বাংলাদেশের কোন নাগরিক বা কোন সংগঠন বা গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায়, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

অডিও, অডিও-ভিডিও, ইন্টারনেটভিত্তিক দলিল, বিদেশী দলিল, লিখিত তথ্য প্রমাণাদি বা উপাদানের গ্রহনযোগ্যতা

১৩। (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন অডিও, অডিও-ভিডিও, ইন্টারনেটভিত্তিক দলিল, তথ্য, লিখিত বা মুদ্রাক্ষিরিত দলিল, বিদেশী দলিল, আদালতের আদেশ বা রায়, তদন্ত প্রতিবেদন বা সরকারি ঘোষণা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা যথাযথভাবে সরবরাহকৃত এবং স্বাক্ষরিত ও প্রমাণীকৃত হইলে উহা সাক্ষ্য হিসাবে আদালতে গ্রহণযোগ্য হইবে।

(২) পুলিশ বা আইন প্রযোগকারী বাহিনীর কোন সদস্য বা অন্য কোন ব্যাক্তি এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটন বা সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণ বা উহা সংঘটনে সহায়তা সংক্রান্ত কোন ঘটনার চলচ্চিত্র বা স্থিরচিত্র ধারণ বা গ্রহণ করিলে বা কোন কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনা টেপ রেকর্ড বা ডিস্ক বা অন্য কোন মাধ্যমে ধারণ করিলে উক্ত চলচ্চিত্র বা স্থিরচিত্র বা টেপ বা ডিস্ক বা অন্য মাধ্যম উক্ত অপরাধের বিচারে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

আপীল

১৪। আদালতের কোন আদেশ, রায় বা দন্ডের বিরুদ্ধে রায় প্রদান অথবা আদেশ বা দন্ড ঘোষণার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করা যাইবে।

ইংরেজি অনূদিত পাঠ প্রকাশ

১৫। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর, সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।